**কয়েকটি নজরুল-গীতি রচনা-প্রসঙ্গ** বিশেষ আলোচনা

কল্যাণী কাজী

কবি যখন কবিতা লেখেন অথবা গীতিকার যখন সঙ্গীত রচনা করেন তখন উপজীব্য বিষয়ে কখনও তাঁর নানা অনুভূতির প্রকাশ ঘটে আবার কখনও সৃষ্টিকর্মে সাহায্য করে কিছু আনুষঙ্গিক ঘটনা। কবি-গীতিকার কাজী নজরুলের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম দেখা যায় না। আমি উদাহরণ স্বরূপ তাঁর কয়েকটি গানের রচনা প্রসঙ্গে কিছু তথ্য দেবার চেষ্টা করেছি।

নজরুল পারস্যের প্রেম-সংগীত 'গজল' গানের ধারাটি বাংলা গানের ক্ষেত্রে প্রথম প্রবর্তণ করেন। তাঁর রচিত বাংলা গজল 'বাগিচায় বুলবুলি তুই' তাঁকে রাতারাতি জনপ্রিয়তার শীর্ষে নিয়ে গিয়েছিল। গানটি আজও নজরুল গীতির আসরে শ্রোতার বিশেষ অনুরোধের গান। এই গানটির সৃষ্টি উৎস খুব বেদনা-দায়ক।

তখন নজরুল সপরিবারে কৃষ্ণনগরে থাকেন। একদিন বিকেলে ঝড়ের বেগে তিনি 'কল্লোল' অফিসে ঢুকে বললেন তাঁর কিছু টাকা দরকার। কেননা টাকা নিয়ে না গেলে 'হাঁড়ি সিকে থেকে নামবে না'। টাকা নিয়ে তাঁকে তখনই কৃষ্ণনগরের ফিরে যেতে হবে। টাকার জোগাড় হল। তিনি চলে গেলেন কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে হাতে একটা কাগজ নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন। নৃপেনবাবুর গায়ের ওপর কাগজটা ছুঁড়ে দিয়ে বললেন–'ট্রেনে, আসতে আসতে লিখেছি, দেখিস্, যদি চলে তো চালিয়ে দিস্। কাগজটি ছিল একটি হ্যান্ডবিল। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে লেখা গুলো কেঁপে গেছে। পাঠোদ্ধার করে দেখা গেল সেটি কাজী নজরুলের বিখ্যাত গজল গান 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল'। নজরুল প্রমাণ করেছেন প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে কোন বিশেষ সময় বা পরিবেশের প্রয়োজন হয় না।

কবির সৃষ্টি অনবদ্য কালজয়ী সঙ্গীত 'শূন্য এ বুকে পাখী মোর আয়' গানটি রচনা প্রসঙ্গে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করে কবি তাঁর প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যুতে শোকে আত্মহারা হয়ে গানটি রচনা করেন। কিন্তু এই ধারণা যে ভুল তা আমরা জানতে পারি কবির খুব কাছের মানুষ শান্তিপদ সিংহ রায়ের বিবৃতি থেকে। আসল ঘটনা হল স্বনাম ধন্য গায়ক জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথের 'অল্প লইয়া থাকি মোর তাই যাহা যায় তাহা যায়'– গানটি রেকর্ডে গাইতে চেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত-শিল্পী। তাই রবীন্দ্রনাথের গানের বিশেষ মেজাজটি বদলে বার বার ক্ল্যাসিক্যাল গানের মেজাজ এসে যাওয়ায় তিনি সে গানটি গাইবার অনুমতি পাননি। ক্ষুব্ধ জ্ঞান গোস্বামী ঐ সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নজরুলকে একটা গান লিখে দিতে বলেন। এবং তারই ফলশ্রুতি হিসেবে জন্ম নিল উক্ত অনবদ্য নজরুল সঙ্গীতটি।

একদিন গ্রামোফেন কোম্পানীর রিহার্সাল রুমে বসে নজরুল শিল্প এবং সহকারীদের নিয়ে হাসি গল্পে মশগুল। হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করলেন 'যদি তোমরা অনেক টাকা পেয়ে যাও তবে তোমাদের প্রিয়তমাকে কে কি দিয়ে সাজাতে চাও'। কেউ গহনা, কেউ শাড়ী দিয়ে সাজাবার কথা বললেন। ইতিমধ্যে কবি এক টুকরো কাগজে লিখে নিয়ে হারমোনিয়াম টেনে ততে সুর দিয়ে গাইলেন–

'মোর প্রিয়া হয়ে এস রাণী
দেবো খোঁপায় তারার ফুল
কর্ণে দোলাবে তৃতীয়া তিথির
চৈতী চাঁদের দুল'।

নজরুলের জীবনে দৌলতপুরের আলী আকবরের ভাগনী সৈয়দ খাতুন একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। নজরুল তার নাম দিয়েছিলেন 'নার্গিস'। নজরুল নার্গিসের প্রতি আকৃষ্ট হন। মেয়েটি হয়ত ভালবাসার ক্ষেত্রে আন্তরিক ছিল না, হয়ত প্রেম নিবেদনে অভিনয় ছিল কিন্তু নজরুলের ভালবাসা ছিল আন্তরিক। বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। চারিদিকে নিমন্ত্রণ পত্র বিলি হতে লাগল। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় নজরুলের মন বিষিয়ে গেল। তিনি বিয়ের আসর ছেড়ে চলে যান। এই ঘটনার পনেরো বছর পরে 'নার্গিস' নজরুলকে একটা পত্র লেখেন। বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে কিছুক্ষণের মধ্যে নজরুল একটা গান লিখে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন– 'এই আমার পত্রোত্তর'। কালজয়ী গানটি হল–

'যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই
কেন মনে রাখো তারে।"

কাজী নজরুল ইসলামের কর্মময় জীবনের ব্যাপ্তি ২১/২২ বছরের। তার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে সঙ্গীত-সৃষ্টি-কর্মে নিয়োজিত ছিলেন মাত্র ১০/১১ বছর। রাগ সঙ্গীতের পথ দুর্গম এবং সুদূর প্রসারী। অল্প সময়ে তা আয়ত্ত করা যায় না। কিন্তু প্রতিভা অসাধ্য সাধন করতে পারে। নজরুল স্বল্প সময়ে রাগ সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে চর্চা করে সেগুলি তাঁর সৃষ্ট সঙ্গীতে প্রয়োগ করে বাংলা গানের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। শিল্পী মনের নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় তিনি প্রচলিত রাগ - রাগিনীর রূপান্তর না ঘটিয়ে নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন। এমনই একটি গানের রচনা প্রসঙ্গে কিছু তথ্য জানিয়ে আমার লেখা আপাতত শেষ করব।

একবার একটা বিয়ে উপলক্ষে নজরুল বসিরহাটে যান। সঙ্গে ছিলেন শ্রী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র। ওস্তাদ তবলা বাদক বাংলা গানের সঙ্গে বাজাতে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তিনি তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন– 'হিন্দী খেয়াল টেয়াল গান, বাংলা গানের সঙ্গে কি তবলা বাজাবো'। নজরুল আশ্বাস দিলেন বিকেলের আসরে তিনি ওস্তাদের পছন্দ মত গানের ব্যবস্থা করবেন। সারা দুপুর ধরে নজরুল এমন একটি গান বাঁধলেন যার তালে ঝোঁক হল 'একতালা' -তে–কিন্তু গানটি হল ১৬ মাত্রা 'ত্রিতালে'-র । তিনি সিদ্ধেশ্বর মুখার্জ্জীকে সান্ধ্য আসরে গাইবার জন্য গানটি তোলালেন।

সন্ধ্যে বেলায় ওস্তাদ যথারীতি বাংলা গানের সঙ্গে বাজাতে অনীহা প্রকাশ করলে সবাই অন্তত একটা বাংলা গানের সঙ্গে বাজাবার

জন্য তাঁকে পেড়াপেড়ি করাতে তিনি নিমরাজী হয়ে বাজাতে শুরু করলেন সিদ্ধেশ্বর মুকার্জীর বাংলা গানের সঙ্গে। কিন্তু তিনি তবলায় 'ত্রিতাল না বাজিয়ে একতাল ধরলেন। সুতরাং তালে মিলল না। ওস্তাদ বললেন– আপনি বেতাল গাইছেন– তখন তাঁকে কর গুণতে বলায় তিনি দেখলেন ষোলো মাত্রাই হচ্ছে। কিন্তু 'ত্রিতাল' শুনলে কি হবে গানের এমন ঝোঁক যে আবর্তনটি সেই একতালেই ফিরে আসছে। সবাই হেসে উঠল। এই ভাবেই 'ভ্রান্ত বাঁশরী সকরুণ সুরে' গানটির সৃষ্টি।

সঙ্গীত স্রষ্টা নজরুলের জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল– 'রাগ সঙ্গীত' সম্পর্কে তাঁর গভীর ভক্তি ও নিষ্ঠা। দুই -তিনটি প্রচলিতরাগকে যে মুন্সীয়ানায় মিশ্রিত করে তিনি নতুন সুরের মেজাজ সৃষ্টি করেছেন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 'ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান' বেহাগ বসন্তের মিশ্রণে অপরূপ সুষমায় মাধুর্য মন্ডিত হয়েছে। শিল্পী - মনের নতুন সৃষ্টির প্রেরণায় তিনি প্রচলিত রাগ - রাগিনীর রূপান্তর না ঘটিয়ে নতুন রাগ সৃষ্টি করেছেন। নজরুল সৃষ্ট 'নবরাগ মালিকা' সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সম্মত এবং তিনি সেগুলির যাবতীয় পরিচয় প্রদান করে গেছেন রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

বাংলা সাহিত্য আর সঙ্গীতের আঙিনায় নজরুলের স্থায়ী আসন চিরভাস্বর হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে।